দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেয়েদের উপবৃত্তি

১৯৯৪ সাল থেকে স্কুল এবং ২০০২ সাল থেকে কলেজের ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এটা সরকারের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনটি শর্তে এই উপবৃত্তি দেয়া হয়। ক. প্রতিবিষয়ে ৪৫% নম্বর পেতে হবে, খ. ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে এবং গ. অবিবাহিত হতে হবে। ছাত্রীদের তথা মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য উপবৃত্তি দেয়া হয়। এখানে শুধু মেয়েদের বিবেচনা করা হলো– তাদের শিক্ষা প্রসার লাভ করুক। কিন্তু আমরা যারা ছেলে, আমাদের জন্য কি করলেন? অনেক দরিদ্র ছেলে রয়েছে যারা টাকার অভাবে কোন রকম অল্প লেখাপড়া শিখে ভ্যান/রিক্সা চালায়, নতুবা ইট ভাঙ্গে। অথচ তাদের এমন উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলে তারাও লেখাপড়া করার সুযোগ পেত। গণতান্ত্রিক একটি দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একতরফাভাবে অগণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। মেয়েদের যেমন লেখাপড়ার সুযোগের অধিকার রয়েছে, ছেলেদেরও তেমনি রয়েছে। অথচ আপনি ছেলেদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে মেয়েদের অধিকার বড় করে দেখছেন। এটা কি অগণতান্ত্রিক নয়, অমানবিক নয়? আজ সন্ত্রাস কেন বাড়ছে? ছেলেরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেছে নিচ্ছে সন্ত্রাসের পথ। তাদের সন্ত্রাসী করা হচ্ছে। এর জন্য দায়ী তারা নয়, দায়ী এ সমাজ, সরকার ব্যবস্থা। ছেলে হওয়াটাই যেন বড় পাপ হয়ে গেছে। মেয়ে হলে উপবৃত্তির সুবাদে লেখাপড়ার সুযোগ পেত। আরেকটি প্রসঙ্গ, যে মেয়ে ৪৫%-এর কম নম্বর পাবে সে মেয়ে উপবৃত্তি পাবে ন। অথচ দেখা যায় প্রতিটি মেয়েই উপবৃত্তি পায়। তারা কি সবাই ৪৫% নম্বর পায়। আসলে পায় না। শিক্ষকরা মিথ্যা ফলাফল দিয়ে দেয়। এটা সরকারী কর্মকর্তারাও জানেন। তাঁরা শিক্ষকদের দিয়ে মিথ্যাকে সত্য বলে উপবৃত্তির কাজ চালাচ্ছেন। আবার যাঁরা উপবৃত্তির টাকা দিতে আসেন তাঁরাও নির্ধারিত টাকা স্কুলের কাছ থেকে নেন। এভাবেই চলে উপবৃত্তি প্রথা। উপবৃত্তি দেয়ার কয়েকটি পরামর্শ দেয়া যেতে পারে– যথা : ১. ছেলে বা মেয়ে উভয়েরই উপবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা হবে দারিদ্র্যের ওপর ভিত্তি করে। প্রজেক্ট অফিসার ও ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে স্কুলে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। যারা ধনী বা সচ্ছল তাদের উপবৃত্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই; ২. ছেলে-মেয়ে উভই ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে; ৩. নির্ধারিত হারে বিষয়ভিত্তিক নম্বর পেতে হবে; ৪. ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়কেই দরিদ্র ঘরের সন্তান হতে হবে, অথবা এতিম হতে হবে।

আসলে শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও সুযোগ দিয়ে উভয়কেই শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়া হোক। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই পারবে জাতির উন্নতি করতে– একা মেয়েরা নয়।

এম জাহিদুল ইসলাম
গৃহগ্রাম, আলোকদিয়া
মাগুরা-৭৬০০।